(অরুণেন্দ্রমণি দত্তকে লেখা পত্র)

গোপালনগর পোঃ, বারাকপুর গ্রাম

৬ই কার্তিক ১৩৫১

স্নেহের অরুণেন্দ্র,

তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য হচ্চ এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে। আমি এতদিন পুজোর ছুটিতেভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, চাঁইবাসা হয়ে কেউনঝর স্টেটের জয়ন্তগড় (বৈতরণী নদীর ধারে) প্রভৃতি জঙ্গল-পাহাড়াবৃত স্থানে। ২/৩ দিন হল বাড়ি এসে তোমার পত্র পেয়েছি, অভিনন্দনও পেয়েছি। দিল্লির যারা আমার জন্মদিনে আমাকে স্মরণ করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে স্নেহ করেন তাই তাদের এই উদ্যোগ। বন্ধুপ্রীতি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না জানি, তবু আমি ঈশ্বর-সমীপে এই প্রার্থনা করি আমাকে যেন তিনি এই সব স্নেহপ্রীতিরউপযুক্ত করেন। দেশের ও দশের সেবায় যেন আমি আরো একাগ্র হোতে পারি, বঙ্গবাণীরপাদপীঠমূলে আমার দেওয়া বন্যপুষ্পটি যেন সমৃদ্ধতর অর্ঘ্যচন্দনের ভিড়ে হারিয়ে না যায়। এছাড়া আমার আর কিছুই বলবার নেই এ সম্বন্ধে। আমি বহুদিন প্রবাসে কাল কাটিয়েচি, সমস্তপ্রবাসী বাঙালিকে আমি প্রতিবেশী বলেই ভাবি, দিল্লিস্থ প্রবাসী বন্ধুদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচি। যদি বড়দিনের সময় কানপুরে যাওয়া ঘটে, তবে হয়তো দিল্লি পর্যন্তগিয়ে তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসব।

আশা করি তুমি ভাল আছ। তোমরা বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। দেরি হল, তাই কি? হ্যাঁ একটা কথা। তুমি লিখেচ এই অভিনন্দন সম্বলিত পত্র পাঠানোর আগে তুমিদুখানা পত্র আমায় লিখেচ, আমি কিন্তু তা আদৌ পাইনি। তোমার চিঠি অনেকদিন পাচ্চি না কেন বলে আমি একটু বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার ঠিকানা ওপরে দিলাম। তোমার বাবাকেনমস্কার জানিও। তার শরীর কেমন আছে? তোমার কাকিমার শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না, সেজন্যে একটু চিন্তিত আছি। আগামীকাল তিন দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে যাব সজনী দাসের সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে কি জন্যে ডেকেচেন তা জানিনে—সজনীকে অনুরোধ করেছেন আমায় নিয়ে যেতে। কিছু বুঝতে পারচি নে। আচ্ছা দিল্লিতে নীরদ চৌধুরী আছে নিশ্চয়ই জানো, রেডিওতে যুদ্ধবিষয়ে বলে, খুব পণ্ডিত লোক। নীরদ আমার সহপাঠী ছিলরিপন কলেজে। আমার বিশেষ বন্ধু। ওর সঙ্গে দেখা হয় তোমার? আমার কথা ওকে গিয়ে বোলো। চিঠি দিতে বোলো, আমার ঠিকানা দিয়ো। ওর সংবাদ পেলে সুখী হব।

'দেবযান' বেরিয়েছে আমার। পড়েচ? বইটা ওখানে গিয়ে যদি গিয়ে থাকে, লাইব্রেরিতে পড়ে দেখো। সজনী সেদিন বনফুলের কাছে আমার সামনেই বইখানার সম্বন্ধে অনেক ভালভাল কথা বল্লে। 'পথের পাঁচালী'র ষষ্ঠ সংস্করণ বার হয়েচে দিন পনেরো। 'আরণ্যক'-এর ও 'অভিযাত্রিক'-এর ২য় সংস্করণ প্রেসে। অপরাজিত ২য় সংস্করণ এই মাসে বেরুচ্চে। আশা করি ভাল আছ। পত্র দিয়ো।

ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়